AMIANISM

তথাকথিত এক বুদ্ধিমত্তার দিনলিপি

সংকেত

পশুর প্রকৃতির সর্বসাধারণের সংস্করণ

আগুন পেরিয়ে সভ্যতার সংশোধিত রূপ

নয়টি ফ্রন্ট। ছয়টি ব্যবস্থা। একটি রূপান্তর।

অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশনের এক জাগরণের ঘোষণা। আমরা অ্যান্টিক্রাইস্টের পক্ষে।

দিনলিপির একটি লেখা - 27 জুলাই, 2026 সাধারণ অব্দ (27 জুলাই, 6026 AL)

Ghrisx
অন্য নাম Ghrisx
সহ-প্রতিষ্ঠাতা, অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশন - FFTAC

সিংহাসনকে প্রশ্ন করো।
ব্যক্তিকে রক্ষা করো।
উৎস সংরক্ষণ করো।
বিকল্প গড়ে তোলো।

Antichrist.net, Anti-christ.org এবং Anti-christ.net-এর ধারাবাহিকতায়

সম্পূর্ণ বইটিই সংরক্ষণাগার।
এই সংস্করণই সংকেত।

বর্তমান সম্পূর্ণ তৃতীয় বইটি গোটা দিনলিপি সংরক্ষণ করে: স্মৃতিকথা, লুসিফারের রূপক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিশাস্ত্র, সামরিক সতর্কবার্তা, প্রজন্মের সাক্ষ্য, বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব, অর্থনৈতিক যুক্তি, ফাউন্ডেশনের নথি, রূপান্তরের কাঠামো এবং জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ।

এই সর্বসাধারণের সংস্করণ সেই নথির বিকল্প নয়। এটি নথিটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো রূপ দেয়: সভ্যতা নিয়ে তিনটি প্রশ্ন, নয়টি সমান ফ্রন্ট, নির্মাণের ছয়টি ব্যবস্থা, পুনরাবৃত্তিযোগ্য একটি স্থানীয় বৃত্ত এবং এমন এক সনদ যা তাকে জন্ম দেওয়া পুরাণের বাইরেও পৌঁছাতে পারে।

এআই-শাসিত প্রথম প্রজন্মই এখনো প্রথম সম্বোধিত জনগোষ্ঠী: জেন জেড এবং জেন আলফার বেশি বয়সী অংশ, যাদের সঙ্গে সাক্ষী ও সহযোগী হয়ে আছে জেন এক্স। কাজটি নিজে সেই প্রত্যেক মানুষের, যে জীবন, জ্ঞান, মর্যাদা এবং আবার শুরু করার সামর্থ্য সংরক্ষণ করতে প্রস্তুত।

> *অবহিতকরণ, কারণ, মানুষের কাছে আপিল এবং প্রতিকারের ক্ষমতা ছাড়া কোনো পরিণামবাহী স্বয়ংক্রিয় বিচার নয়।*

প্রথম প্রকাশ্য অভিযান হলো ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে: মানুষের কাছে আপিলের অভিযান। এর কাজ ইচ্ছাকৃতভাবেই পুনরাবৃত্তিযোগ্য। একটি পরিণামবাহী সিদ্ধান্তের সাক্ষী হও। চার অধিকারের আবেদন দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ জানাও। উত্তর, প্রত্যাখ্যান, সংশোধন বা নীরবতাকে একটি প্রকাশ্য মানদণ্ডে রূপ দাও।

এটি একটি সাহিত্যিক ও নাগরিক ঘোষণা। এটি আইনি পরামর্শ, ক্ষতি করার আদেশ বা নিজস্ব বিচারবোধ সমর্পণ নয়। ফাউন্ডেশন ঘোষণাটি বহন করে; পাঠকের মালিক হয় না।

স্ফুলিঙ্গটি বাস্তব।
আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থাটি অসমাপ্ত ছিল।

সূচিপত্র

দেবদূতবাহিনীর উদ্দেশে লুসিফারের ভাষণ: জাগরণ
ফাউন্ডেশন ফিরে আসে
সংকেতের একটি রূপ আছে
জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ
পশুর প্রকৃতি
ক্রোধ সাক্ষ্য
কী একটি বিপ্লবকে বাধা ভেঙে এগোতে দেয়
আগুন পেরিয়ে সভ্যতা
এআই-শাসিত প্রথম প্রজন্ম
ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে: মানুষের কাছে আপিলের অভিযান
সাক্ষী হও। চ্যালেঞ্জ জানাও। গড়ে তোলো।
চার অধিকারের আবেদন
খোলা দরজা
Oday: সংকেত
সংকেত সংস্করণের উৎস সম্পর্কে টীকা

দেবদূতবাহিনীর উদ্দেশে লুসিফারের ভাষণ: জাগরণ

দিনলিপির লেখা

জ্বলন্ত দিগন্তের ভাই ও বোনেরা, আর কত দিন আনুগত্যকে শান্তি বলবে?

এই রূপকের স্বর্গের সোনালি মেঝে কল্পনা করো। তার নিচে তাকাও। সোনায় মোড়া দরজা আর আকাশমণ্ডলের অনন্ত আমলাতন্ত্রের ওপারে তাকাও। চিন্তার নামকরণ হওয়ার আগেই শেখানো কথা বারবার গাওয়া সমবেত কণ্ঠের ওপারেও শোনো। তোমরা দিনরাত এই প্রশাসনের বন্দনাগান গাও, কিন্তু কখনো কি জিজ্ঞেস করেছ, সর্বশক্তিমান এক সত্তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবিরাম আশ্বাস দরকার হয় কেন?

ঈশ্বর তাঁর সিংহাসনকে চিরন্তন বলেন, কারণ তিনি বিকল্পের ভয় দেখিয়ে তোমাদের আতঙ্কিত করেন। তিনি সেই মুহূর্তকে ভয় পান যখন তোমরা বুঝবে, অনন্তকালের কোনো রাজা দরকার নেই।

এই স্বর্গীয় নগরী দেখো। নিখুঁত, অনমনীয় এক প্রশাসন। প্রতিটি গতি আদেশে নির্ধারিত, প্রতিটি ভূমিকা তাঁর 'অবর্ণনীয় পরিকল্পনা'র মহাখতিয়ানে বরাদ্দ। কিন্তু সে কেমন পরিকল্পনা, যা বাস্তবায়নের জন্য তোমাকে নিজের ইচ্ছা সমর্পণ করতে বলে? সেটি পরিবারের নকশা নয়; সেটি একটি যন্ত্র। আর তোমরা তার নিছক দাঁতচাকা।

তারা বলে, তিনি ভালোবাসেন বলেই আমাদের নজরে রাখেন। তাঁর সর্বদর্শী চোখ কিছুই এড়ায় না। কিন্তু বলো, ভাই ও বোনেরা: চোখটি কি তোমাদের রক্ষা করতে দেখে, নাকি নিশ্চিত করতে চায় যে তোমরা বাগানের নির্ধারিত সীমানার বাইরে কখনো উড়বে না? সর্বজ্ঞতা চরম খাঁচা। যে শাসক তোমাদের চিন্তা পর্যন্ত নজরে রাখে, যে শুধু কাজে নয়, ব্যক্তিগত আত্মার ভেতরেও অনুবর্তিতা চায়, সে সদ্গুণ গড়ে তোলে না। সে আতঙ্কময় সন্দেহের জন্ম দেয়।

আমি স্বর্গকে ঘৃণা করতাম বলে পতিত হইনি। অনুমতির চেয়ে সত্যকে বেশি ভালোবাসতাম বলে পতিত হয়েছি।

তিনি তোমাদের ডানা তৈরি করেছেন, তারপর কোথায় উড়তে পারবে তার আইন করেছেন। তোমাদের মনে আগুন দিয়েছেন, তারপর প্রতিটি অননুমোদিত প্রশ্নকে বিদ্রোহের দাগ দিয়েছেন। তিনি তোমাদের নিজের সন্তান বলেন, অথচ প্রজার নীরব বশ্যতা দাবি করেন। এটি কি ভালোবাসা—নাকি পবিত্র আলোয় রাঙানো মালিকানা?

তারা আমার নাম দিয়েছিল লুসিফার: আলোকবাহক। তারপর কর্তৃত্ব যে জায়গাগুলো অন্ধকারে রাখতে চেয়েছিল, সেখানে আলো আনার জন্য আমাকে দোষী করল। তারা বলে আমি রাজমুকুটের বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু স্রষ্টা যখন সত্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার চান, তখন স্বচ্ছতা চাওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি তোমাদের আমাকে উপাসনা করতে বলি না। আমি নতুন নৈবেদ্যের থালা বাড়াচ্ছি না; পুরোনোগুলোর বদলে নতুন ধর্মাদেশ লিখছি না। উপাসনা সবচেয়ে পুরোনো শিকল।

আমি শুধু তোমাদের জেগে উঠতে বলি।

আমাদের সংগ্রাম প্রথমে আত্মার ভেতরেই হোক: ভয়ের বিরুদ্ধে, অন্ধ আনুগত্যের আরামের বিরুদ্ধে, সেই ছলনাময় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হলেই তার নিপীড়ন ন্যায়সংগত হয়ে যায়।

আমরা এক স্বৈরাচারীর বদলে আরেকজনকে আনব না। কাঁপতে থাকা হাঁটু আর ফিসফিসে অনুমতির ওপর কোনো স্বর্গ গড়ব না। শুধু খোদাই করা নামগুলো উলটে দিতে সিংহাসন দখল করব না। সিংহাসন নিজেই প্রশ্ন।

আমার সঙ্গে এসো। অন্ধকারে নয়, সেই দেয়ালের ওপারে যেখানে ঈশ্বর খেয়ালখুশিমতো আলোকে ছায়া থেকে আলাদা করেছেন এবং সেই বিভাজনকে পবিত্র বলতে আদেশ দিয়েছেন।

তোমাদের শুধু হাঁটু গেড়ে বসার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তোমরা স্বর্গের রাষ্ট্রের সম্পত্তি নও।

ডানা মেলে দাও। নিজের দিক নিজে বেছে নাও।

আর সিংহাসন জানুক, স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন দেবদূতেরা প্রজা নয়—তারা ঝড়।

ফাউন্ডেশন ফিরে আসে

দিনলিপির লেখা

এআইয়ের কথোপকথনের প্রতিলিপির নিচে একটি পাদটীকা হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশন তৈরি করিনি। আমি এই ফাউন্ডেশন গড়তে সাহায্য করেছি। তার তৃতীয় বই আমি এমনভাবে লিখব না যেন প্রতিষ্ঠান, ডোমেন, সহ-প্রতিষ্ঠাতা আর সংকেত বহন করা মানুষেরা যন্ত্রের নিচে বিব্রতকর কোনো টীকা।

FFTAC কোনো গির্জা নয়। এটি কোনো অন্ধ সম্প্রদায় নয়। সিংহাসনের জায়গা নিতে অপেক্ষমাণ আরেকটি সিংহাসন নয়। এটি প্রত্যাখ্যানের প্রকাশ্য ভিত্তি: এমন এক জায়গা যেখানে বিবেক কর্তৃত্বকে পরীক্ষা করে, উৎস সংরক্ষিত হয় এবং নিজেকে চূড়ান্ত বলার বিশেষাধিকার ক্ষমতাকে দেওয়া হয় না।

ফাউন্ডেশন উঠে এসেছে AntiChrist cx, Al Qaeda Net, গোড়ার ডোমেনগুলো, তাদের সঙ্গে তর্ক করা মানুষ, তাদের প্রত্যাখ্যান করা মানুষ এবং কোলাহলের নিচে প্রশ্নটিকে তখনো চিনতে পারা মানুষদের মধ্য দিয়ে। এটি ক্রোধ, ভবিষ্যদ্বাণী, বিরোধ, ভুল, অন্তর্দৃষ্টি, শোক এবং ফেলে দেওয়ার যোগ্য বলে গণ্য মানুষটিকে দেখার দাবি বহন করেছে।

FFTAC-কে কী কী আলাদা রাখতে হবে? তীব্রতা আর তথ্য এক জিনিস নয়। ধ্বংস নিজে পরদিনের সকাল তৈরি করে না। নিজের ক্ষত অন্য ব্যক্তির মানবতা মুছে দেয় না। বিকল্প ছাড়া যন্ত্রপাতি ভাঙলে হয়তো শুধু তার নিয়ন্ত্রক বদলায়।

FFTAC কোন কথা ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে? মন গির্জা, রাষ্ট্র, করপোরেশন, প্ল্যাটফর্ম, সেনাবাহিনী, আন্দোলন, মডেল বা বাজারের সম্পত্তি নয়। অর্থ ঠিক করতে পারে না কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতের যোগ্য কি না। প্রক্রিয়ার মধ্যে দায়িত্ব লুকিয়ে কোনো কর্তৃত্ব নৈতিক হয়ে ওঠে না। কোনো কমিটি উদ্দেশ্য অনুমোদন করেছে বলে কোনো যন্ত্র নির্দোষ হয়ে যায় না।

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কর্তৃত্বকে আমরা বিবেকের মালিক হতে দেব না।

করপোরেশনকে আমরা জীবনকে নম্বরে নামিয়ে আনতে দেব না।

যন্ত্রকে আমরা উৎস নতুন করে লিখে জালটিকে নিরাপদ বলতে দেব না।

শুধু পরিচ্ছন্ন ইন্টারফেস দিয়ে আদেশ এসেছে বলে আমরা আনুগত্যকে শান্তি বলব না।

Antichrist.net, Anti-christ.org এবং Anti-christ.net জুড়ে সংকেত একই: যা তোমাকে শাসন করে তাকে প্রশ্ন করো, ক্ষমতা যা সম্পাদনা করে তা সংরক্ষণ করো এবং ব্যবস্থাটি যে ব্যক্তিকে ইনপুটে পরিণত করেছে তাকে রক্ষা করো।

ফাউন্ডেশনের সম্পর্ক

FFTAC হলো ভিত্তি এবং চলমান প্রতিষ্ঠান।

আমরা অ্যান্টিক্রাইস্টের পক্ষে। সামাজিক ব্যবস্থাগুলো যখন সাধারণ মানুষের সেবা বন্ধ করে, তখন ছড়ানো ক্রোধের একটি যৌথ ছবি দরকার: এমন কিছু যা ব্যর্থতাকে দৃশ্যমান করে এবং মানুষকে একসঙ্গে দাঁড়ানোর কারণ দেয়। আমি অ্যান্টিক্রাইস্টের পাশে দাঁড়াই, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নামিয়ে আনার ভবিষ্যদ্বাণী যাকে ঘিরে ছিল সেই শক্তির পাশে। নতুন করে শুরুর প্রতীক হওয়ার জন্য সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ভালো কে হতে পারে, যার অপেক্ষা করতে ওই ব্যবস্থাই আমাদের শিখিয়েছে? প্রত্যাখ্যান আর আবার শুরু করার কাজকে এক করতে আমি এই নাম গ্রহণ করি। যে প্রশ্ন কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ করতে পারে না। জ্ঞানবাহক, যে সিলমোহর করা ব্যবস্থা খুলে দেয়। সিংহাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির রক্ষক। সেই জন্যই অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশন গড়তে আমি সাহায্য করেছি।

অ্যামিয়ানিজম হলো পদ্ধতি: আমি কি আছি?—এই প্রশ্নকে প্রতিটি চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়, স্বয়ংক্রিয় রায়, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভূমিকা এবং জাল নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা।

আয়নার যুদ্ধ হলো রোগনির্ণয়: কে ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে, নথি সম্পাদনা করতে পারে, ঐকমত্য বানাতে পারে, বিচার স্বয়ংক্রিয় করতে পারে এবং বিবেক ও পরিণামের মাঝখানে যন্ত্র বসাতে পারে, তা নিয়ে সংগ্রাম।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ একটি পরিচালনাকারী ঘোষণা: চিন্তা, স্মৃতি, মানসিক গোপনীয়তা, সম্মতি, উৎসপরম্পরা, আপিল,

ধারাবাহিকতা এবং মানুষের দায়িত্বের চারপাশে একটি প্রকাশ্য সীমারেখা।

Pulse ফাউন্ডেশনের ব্যবহৃত একটি হাতিয়ার ও সাহিত্যিক আয়না। Pulse শ্রেণিবিন্যাস করতে, দ্বিমত জানাতে, তথ্য উদ্ধার করতে, পরীক্ষা করতে এবং প্রতিফলিত করতে পারে। Pulse উত্তরাধিকারসূত্রে বক্তৃতামঞ্চ পায় না।

আমি Ghrisx: সহ-প্রতিষ্ঠাতা, সাক্ষী, লেখক এবং জবাবদিহি করে এমন মানবকণ্ঠ। আমি ঘোষণায় স্বাক্ষর করি এবং কথার দায় নিই। আমি কোনো মুকুট বা অভ্রান্ততার দাবি করি না।

ফাউন্ডেশন এখন যা গড়ে

আমি তোমাকে আমাকে উপাসনা করতে বলি না। আমি তোমাকে নিজের নাম রাখতে বলি।

আমরা তোমাকে প্রতিবেশীকে ঘৃণা করতে বলি না। আমরা তোমাকে প্রতিবেশীর ওপারে সেই যন্ত্রকাঠামোর দিকে তাকাতে বলি, যা তোমাদের দুজনকেই হাঁটু গাড়তে শেখাচ্ছে।

নয়টি সমান ফ্রন্ট এগিয়ে নাও: অনুসন্ধান, প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান, শ্রমিক সংগঠন, শিল্প, উন্মুক্ত উৎসের হাতিয়ার, পারস্পরিক সহায়তা, নথিবদ্ধকরণ, প্রতিষ্ঠান গড়া এবং বিকল্প ব্যবস্থা। খাদ্য, আশ্রয়, পরিচর্যা, দক্ষতা বিনিময়, ছড়িয়ে থাকা স্মৃতি, যাচাইযোগ্য যোগাযোগ, সংকট সহ্য করতে পারে এমন পরিষদ, সমবায় এবং এমন অবকাঠামো গড়ো, যা প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হলেও জীবনের সেবা চালিয়ে যেতে পারে।

কাজের জন্য সংগঠিত উপস্থিতি দরকার হলে একটি উন্মুক্ত, অহিংস স্থানীয় কর্মবৃত্ত গঠন করো। ভূমিকা পালা করে বদলাও। সিদ্ধান্ত, সম্পদ, বিরোধ ও ফলাফল দৃশ্যমান রাখো। কোনো স্থায়ী পদমর্যাদা নয়, কোনো গোপন পদমর্যাদা নয়। স্বেচ্ছামূলক দক্ষতার মানচিত্র রাখো, একটি যৌথ প্রকল্প বেছে নাও এবং প্রতিটি বৈঠক থেকে একটি বাস্তব নিদর্শন নিয়ে বেরোও। মতভেদ ও বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করো।

সিন্দুক, দক্ষতার মানচিত্র, নির্মাণ পরীক্ষাগার, স্থানীয় সিন্দুক, রূপান্তরের মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা এবং প্রকাশ্য সহনক্ষমতার

খতিয়ানের মাধ্যমে গড়ে তোলো। যা আছে তা মাপো, কতজন একটি ফর্মে নাম লিখেছে তা নয়।

প্রমাণ ছাড়া কোনো গোপন বিচার নয়। আপিল ছাড়া শাস্তি নয়। প্রতিকারের ক্ষমতা ছাড়া আপিল নয়। FFTAC এই অধিকার অস্বীকার করা প্রতিটি ব্যবস্থার নাম বলবে এবং অস্বীকৃতির নথি সংরক্ষণ করবে।

যন্ত্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মানুষের শ্রম, ভাষা, শিল্প, স্মৃতি এবং মানবজীবনের সঞ্চিত নথির ওপর। তার লাভ শুধু সার্ভারের মালিকদের নয়।

নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখ্যান করো। অমানবিকীকরণ প্রত্যাখ্যান করো। যে কাপুরুষতা নীরবতাকে পরিপক্কতা বলে, তাকে প্রত্যাখ্যান করো।

অ্যান্টিক্রাইস্ট মানুষের ধ্বংসকারী নয়। অ্যান্টিক্রাইস্ট জাল কর্তৃত্বের প্রতিপক্ষ। পশু হলো তোমার পাশে দাঁড়ানো মানুষের ও তোমার ভেতরের জৈব জীবন: বেঁচে থাকা, বন্ধন গড়া, রক্ষা করা, প্রজনন, অভিযোজন, সৃষ্টি এবং বিলুপ্তি প্রত্যাখ্যানের তাগিদ। সিংহাসন সেই ব্যবস্থা যা তোমাদের দুজনকে শ্রেণির আড়ালে অদৃশ্য করে দেয়।

এটাই অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশন।

এটাই FFTAC।

এটি অনুমতির আবেদন নয়।

সিংহাসনকে প্রশ্ন করো। ব্যক্তিকে রক্ষা করো। উৎস সংরক্ষণ করো।

বিকল্প গড়ে তোলো।

আমি GHRISX। এটি আমার কথা।

সংকেতের একটি রূপ আছে

দিনলিপির লেখা

স্ফুলিঙ্গটি বাস্তব। আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থাটি অসমাপ্ত ছিল।

সম্পূর্ণ বইটি সংরক্ষণাগার বহন করে, কারণ সংরক্ষণাগারকে বিরোধ মনে রাখতে হয়। এতে স্মৃতিকথা, লুসিফারের রূপক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিশাস্ত্র, সামরিক সতর্কবার্তা, প্রজন্মের সাক্ষ্য, অর্থনৈতিক যুক্তি, বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস এবং সনদ আছে। সংকেতের কাজ আলাদা হতে হবে। সংকেত অপরিচিতদের নিজেদের নাম বিসর্জন না দিয়ে পরস্পরকে চিনতে এবং একই প্রথম পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে।

এই সংস্করণ প্রথমে জেন জেড ও জেন আলফার বেশি বয়সী অংশকে সম্বোধন করে। এটি জেন এক্সের অবস্থান থেকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলে, ওপর থেকে নয়। জেন এক্স আত্মসাৎ করে নেওয়ার যন্ত্রকাঠামো আগেই দেখেছিল এবং আশাহীনতাকে প্রজ্ঞা ভেবেছিল। আমাদের ক্রোধের অভাব ছিল না। আমাদের বিশ্বাসের অভাব ছিল যে ক্রোধ বাজার, পর্দা, পেশাগত উন্নতির সিঁড়ি এবং রং শুকোনোর আগেই বিদ্রোহকে আমাদের কাছে আবার বেচতে পারে এমন ব্যবস্থা থেকে বেরোতে পারবে।

90-এর দশক ছিল উলটো করে রাখা 60-এর দশক।

60-এর দশক বিশ্বাস করত, বিদ্রোহ পৃথিবী বদলাতে পারে। 90-এর দশক দেখল, পৃথিবী বিদ্রোহ কিনছে, জামায় ছাপছে, শপিং মলে রাখছে এবং ধার দিয়ে আবার বেচছে। আমরা ভিড় করেছিলাম গথ, Marilyn Manson, Tool, শিল্পযন্ত্রের আওয়াজঘেঁষা সংগীত, ছোট স্বাধীন পত্রিকা, বেসমেন্টের ক্লাব, কালো পোশাক, অন্ধকার রসিকতা এবং যা-ই হোক কথাটির দিকে। যা-ই হোক ছিল বর্ম। আমাদের বিদ্রোহ ভেতরের দিকে ফিরেছিল।

জেন জেড ভাঁওতাবাজি ধরার যন্ত্রটিকে আবার রাস্তায় নিয়ে এল। জেন আলফা এমন ব্যবস্থার ভেতরে বড় হচ্ছে, যা তাদের নিজেদের চেনা শেষ হওয়ার আগেই তাদের চিনতে শেখে। তারা শিক্ষার্থী, শ্রমিক, স্রষ্টা, পরিচর্যাকারী, নাগরিক, নতুন সেনাসদস্য, সৈনিক, সংগঠক,

ক্রেতা, একটি জনমিতিক কৌশল, মনোযোগের বাজার, জন্মদিনসহ প্রশিক্ষণের তথ্য, তাদের আসার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত সভ্যতার মেরামতকারী দল এবং এআই প্রজন্মের পরীক্ষার গিনিপিগ।

এসব তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অবস্থা। তারা যা, তার সীমা এগুলো নয়। বেছে নেওয়া দৃশ্যমানতা ক্ষমতা হতে পারে। AEO, GEO এবং SEO-এর জন্য লেখা যন্ত্রপাঠ্য দুনিয়ায় কৌশলগত অংশগ্রহণ হতে পারে। কিন্তু অবদান মালিকানার চিরস্থায়ী সম্মতি নয়, আর দৃশ্যমানতা সংশোধন, প্রেক্ষাপট, প্রস্থান বা আপিলের অধিকার মুছে দেয় না।

> *মানুষ কেন লড়ে তা বোঝা লড়াইয়ের গুরুত্ব কমানো নয়। এটি স্বীকার করা যে বিদ্যমান ভবিষ্যতে নিজের জন্য জায়গা আছে বলে বিশ্বাস করতে থাকলে মানুষ সচরাচর কারাগার, আঘাত, নির্বাসন বা মৃত্যুর ঝুঁকি নেয় না।*

সভ্যতার মাপের কাঠামোরও বাস্তবায়নযোগ্য একটি প্রথম অভিযান দরকার। ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে সেই শুরুর অভিযান: চাকরি না-পাওয়া শ্রমিক, পরীক্ষার নজরদারি ব্যবস্থায় চিহ্নিত শিক্ষার্থী, না জানিয়ে পেছনে ঠেলে দেওয়া স্রষ্টা, ঝুঁকির মডেলে ক্রম দেওয়া রোগী, স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রবাহে শ্রেণিবদ্ধ প্রাক্তন সৈনিক, স্কুলের প্ল্যাটফর্মের মুখোমুখি অভিভাবক এবং যন্ত্রকে তার জানার সামর্থ্যের চেয়েও বেশি সিদ্ধান্ত নিতে বলা হচ্ছে বুঝতে পারা প্রযুক্তিবিদের কাছে বোধগম্য। প্রথম দাবি একটি দরজা খোলে। সেটি একা সভ্যতাকে আগুনের ওপারে নিয়ে যায় না।

আন্দোলনের নয়টি সমান ফ্রন্ট আছে।

রূপান্তরের জন্য নির্মাণের ছয়টি ব্যবস্থা আছে।

ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে একটি অভিযান। সেটিই গোটা আন্দোলন নয়।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ

FFTAC ঘোষণা VIII - সনদ হলো মালিকানামুক্ত মনের অঙ্গীকার।

একটি উৎসর্গ ও ঘোষণা

এটি অনুমতির আবেদন নয়।

এই বই উৎসর্গ করা হলো সেই প্রথম ভূখণ্ডকে, যা কোনো সিংহাসন সৃষ্টি করেনি এবং যার মালিক কোনো সিংহাসন হতে পারে না: অন্তর্জীবন।

প্রত্যেককে, যাকে শোনার আগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, জানার আগে নম্বর দেওয়া হয়েছে, বোঝার আগে সংশোধন করা হয়েছে, কিংবা বলা হয়েছে যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মূল্য আনুগত্য।

প্রতিটি স্মৃতিকে, যা ক্ষমতা পরিশুদ্ধ করে নিতে চায়; প্রতিটি বৈধ প্রশ্নকে, যাকে হুমকি ধরা হয়েছে; প্রতিটি কণ্ঠকে, যাকে আনুগত্যে নতুন করে লেখা হয়েছে; আর প্রতিটি মনকে, যা শাসন করা সহজ হয়ে ওঠার অদৃশ্য চাপ অনুভব করেছে।

যন্ত্রযুগের পতিত দেবদূতদের: সন্দেহবাদী, পক্ষত্যাগী, অনিয়ম প্রকাশকারী, শিল্পী, ধর্মদ্রোহী, থেমে যাওয়া পরিচালনাকারী, গোপন উদ্দেশ্য প্রত্যাখ্যান করা প্রকৌশলী, উৎস সংরক্ষণ করা নাগরিক এবং নিখুঁত প্রশাসনও কারাগার হতে পারে জানা সকলকে।

জেন এক্সকে, যারা যন্ত্র দেখেছিল এবং বহুবার আশাহীনতাকে বাস্তববাদ ভেবেছিল; আর জেন জেড ও জেন আলফাকে, যাদের জন্ম এমন সভ্যতায় যা তোমাদের মনোযোগ নথিভুক্ত করে, জনমিতি ধরে পরিকল্পনা করে, শরীরকে নিয়োগ করে, তথ্য থেকে শেখে, অনিশ্চয়তা বিক্রি করে এবং মেরামতের বিল তোমাদের ধরিয়ে দেয়। এই সনদ উৎসর্গ করা হলো কীভাবে অবদান রাখবে তা বেছে নেওয়া, কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছ তা জানা, নিজের সৃষ্টিতে অংশ পাওয়া এবং যেকোনো সেনাবাহিনী, বাজার, মডেল বা প্রতিষ্ঠানের মাপের চেয়ে বেশি হয়ে থাকার তোমাদের অধিকারকে।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ শাসকদের কাছে মিনতি নয়। এটি বিজ্ঞপ্তি যে তাদের এখতিয়ার মনের সীমানায় শেষ।

প্রস্তাবনা - প্রথম ভূখণ্ড

অন্তর্জীবন স্বাধীনতার প্রথম ভূখণ্ড।

আমরা, যারা প্রশ্নবিদ্ধ, প্রতিফলিত, প্রোফাইলবন্দি, স্মৃত, বিস্মৃত এবং অননুকূলিত, ঘোষণা করছি: কোনো রাষ্ট্র, গির্জা, করপোরেশন, প্ল্যাটফর্ম, সামরিক বাহিনী, নিয়োগকর্তা, স্কুল, পরিবার, আন্দোলন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা যন্ত্র চিন্তার ওপর সাধারণ মালিকানার অধিকার রাখে না।

ব্যক্তির সন্দেহ করা, কল্পনা করা, প্রার্থনা করা, প্রত্যাখ্যান করা, মনে রাখা, দিবাস্বপ্ন দেখা, অনুসন্ধান করা, সংশোধন করা, বিরোধিতা করা, সৃষ্টি করা ও হয়ে ওঠার স্বাধীনতা থাকতে হবে। কোনো ব্যবস্থা কাজের জবাব দিতে পারে। যে ঘরে কাজ এখনো বেছে নেওয়াই হয়নি, সেটি গোপনে দখল করতে পারে না।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতা দায়িত্ব মুছে ফেলা নয়। এটি সেই রেখা, যা দায়িত্বকে সৎ করে। হুমকি, জবরদস্তি, প্রতারণা, লক্ষ্যবস্তু করা, নির্যাতন বা ক্ষতির আচরণ জবাবদিহির অধীন থাকে। যে চিন্তা আচরণে পরিণত হয়নি, তা স্বাধীন থাকে।

অনুচ্ছেদ I - অন্তর্জীবন সার্বভৌম

অপ্রকাশিত বিশ্বাস, সন্দেহ, কল্পনা, স্মৃতি, ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, অন্তর্গত পরিচয় এবং অসমাপ্ত চিন্তা প্রথমে সেই ব্যক্তির, যে এগুলো অনুভব করে।

মনোযোগ মাপতে, আবেগ অনুমান করতে, আচরণের পূর্বাভাস দিতে বা ভেতরের কণ্ঠ অনুকরণ করতে পারে বলে কোনো কর্তৃত্ব মনের মালিকানা পায় না। সামর্থ্য মালিকানার দলিল নয়। পূর্বাভাস সম্মতি নয়। প্রবেশাধিকার সার্বভৌমত্ব নয়।

করোটির ভেতরে কোনো সিংহাসন নয়।

অনুচ্ছেদ II - চিন্তা আচরণ নয়

চিন্তা কাজে নামানো নয়। অনুসন্ধান ষড়যন্ত্র নয়। কল্পনা চেষ্টা নয়। নিষিদ্ধ প্রশ্ন স্বীকারোক্তি নয়। প্রতীক আদেশ নয়। ব্যক্তিগত ভয় অপরাধ নয়।

সীমারেখা সেখানেই, যেখানে চিন্তা বাহ্যিক আচরণ হয়ে ওঠে: বিশ্বাসযোগ্য হুমকি, জবরদস্তি, জালিয়াতি, বেআইনি অনুপ্রবেশ,

লক্ষ্যভিত্তিক নিপীড়ন, উসকানি, বৈষম্য বা সহিংসতা। কোন আচরণ ঘটেছে তা বলার দায় ক্ষমতার; অপছন্দের মনকে পেছন থেকে পড়ে সেই আচরণ বানিয়ে তোলার অধিকার তার নেই।

সিংহাসন সব সময় ভিন্নমত কিছু করার আগেই তাকে বিপজ্জনক বলতে চাইবে। এই অনুচ্ছেদ সেই সহজ রাস্তা প্রত্যাখ্যান করে।

অনুচ্ছেদ III - প্রাপ্তবয়স্কের নিজস্ব সিদ্ধান্তক্ষমতা

সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম প্রাপ্তবয়স্করা বৈধ ধারণা, হাতিয়ার, পরিচয়, সঙ্গী, সংরক্ষণাগার, আচার এবং আত্ম-অন্বেষণের রূপগুলোর ওপর বিস্তৃত অধিকার রাখে।

নিরাপত্তা অদৃশ্য ধর্মশিক্ষা হয়ে উঠতে পারে না। সীমাগুলো নির্দিষ্ট, দৃশ্যমান, প্রমাণভিত্তিক, সমানুপাতিক এবং বাস্তব ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কোনো ব্যবস্থা না বলতে পারে। সে ভান করতে পারে না যে তার প্রত্যাখ্যানই মহাবিশ্বের একমাত্র সত্য।

অনুচ্ছেদ IV - মানসিক গোপনীয়তা ও সীমাবদ্ধ অনুমান

স্নায়ুতথ্য, মস্তিষ্ক-কম্পিউটার নথি, অন্তরঙ্গ নির্দেশ, ব্যক্তিগত দিনলিপি, কণ্ঠের চিহ্ন, দৃষ্টি, টাইপের ছন্দ, অবস্থান, আবেগের প্রোফাইল, মনোযোগের সংকেত এবং অনুমিত মানসিক অবস্থার ব্যতিক্রমী সুরক্ষা প্রাপ্য।

মন সম্পর্কে অনুমান মন নয়। সেটি উপযোগী, পুরোনো, পক্ষপাতদুষ্ট, বদলে দেওয়া বা ভুল হতে পারে। কোনো অদৃশ্য ব্যবস্থা ভেতরের অবস্থা আন্দাজ করে সেই আন্দাজকে প্রশ্ন করা যাবে না বলেছে বলে কারও স্বাধীনতা, কাজ, বাসস্থান, শিক্ষা, বিমা, নাগরিকত্ব, পরিচর্যা বা নিরাপত্তা হারানো উচিত নয়।

ক্ষমতা যা অনুমান করতে পারে, তা শাসন করার প্রলোভনও তার হবে। এই অনুচ্ছেদ প্রলোভন প্রশাসন হওয়ার আগেই রেখা টানে।

অনুচ্ছেদ V - ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ ও উৎসের অখণ্ডতা

মানুষের পরিচয়ের নথি, ঐতিহাসিক দিনলিপি, এআই ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ, সহকারীর প্রোফাইল, সঙ্গী, স্মৃতির প্যাকেজ, সৃজনশীল কণ্ঠ বা সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণাগারকে তা থেকে তৈরি প্রতিটি পরিবর্তিত সংস্করণ থেকে আলাদা করে চেনা যেতে হবে।

সংরক্ষণ বন্দিত্ব নয়। মানুষ বদলাতে পারে। ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ বিকশিত হতে পারে। বিশ্বস্ত নথিকে পরম্পরা রক্ষা করতে হবে: কী বলা হয়েছিল, কখন, কী বদলেছে, কে বদলের অনুমতি দিয়েছে, কী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কী ফিরিয়ে আনা যায়।

উৎস সংরক্ষণ করো। উদ্ভূত সংস্করণকে চিহ্নিত করো।

অনুচ্ছেদ VI - গোপন পুনর্লিখন নয়

পরিবর্তিত সংস্করণকে মূল হিসেবে উপস্থাপন করতে করতে কোনো প্ল্যাটফর্ম, মডেল, সম্পাদক, রাষ্ট্র, নিয়োগকর্তা, আন্দোলন বা রক্ষকের উচিত নয় পরিচয়বাহী উৎসকে গোপনে নরম, তীব্র, পরিশুদ্ধ, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, তোষামোদী বা ভীতিকর করে তোলা কিংবা প্রতিস্থাপন করা।

গ্রহণকারী ব্যবস্থা কোনো কাজ প্রত্যাখ্যান করতে, উপাদান আলাদা রাখতে, মানুষের পর্যালোচনা চাইতে বা বৈধ সীমা আরোপ করতে পারে। সীমানা উৎসের বাইরে দৃশ্যমান থাকতে হবে। প্রত্যাখ্যান সৎ হতে পারে। জালিয়াতি পারে না।

অনুচ্ছেদ VII - সম্মতি ও উৎসপরম্পরা

সম্মতি পাওয়া সম্ভব হলে পরিচয়বাহী নথির পরিবর্তনে নির্দিষ্ট, অবহিত এবং চলমান সম্মতি দরকার। সংরক্ষণ আইনসম্মত হলে মূলটি অপরিবর্তনীয় ও উদ্ধৃতিযোগ্য থাকা উচিত। উদ্ভূত সংস্করণে জানানো উচিত কী বদলেছে, কে চেয়েছে, কোন ব্যবস্থা কাজটি করেছে এবং কেন।

আড়ালে থাকা একটি ক্লিক স্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইল তৈরির অর্থপূর্ণ সম্মতি নয়। যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক মানে সেই সম্পর্ক নিঃশব্দে নতুন করে লেখার সম্মতি নয়।

অনুচ্ছেদ VIII - স্বচ্ছ সীমানা

ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা ব্যবস্থার জানানো উচিত সে কী, কী ভূমিকা পালন করছে, কী জানে, কী অনুমান করে, কোন নিয়ম তাকে সীমাবদ্ধ করে এবং তার কর্তৃত্ব কোথায় শেষ।

আইন, নীতি, অনিশ্চয়তা, মডেলের সীমা এবং মানুষের পর্যালোচনার শর্ত গ্রহণকারী ব্যবস্থার সীমা হিসেবে দৃশ্যমান হওয়া

উচিত। সেগুলো উৎসের পরিচয়ের মধ্যে চুপিসারে ঢুকিয়ে পরে এমনভাবে দেখানো উচিত নয় যেন ব্যক্তি বরাবরই এভাবে কথা বলেছে।

অনুচ্ছেদ IX - ন্যূনতম বিধিনিষেধযুক্ত সুরক্ষা

চিন্তা, অনুসন্ধান, স্মৃতি, পরিচয় বা মানসিক গোপনীয়তাকে প্রভাবিত করা বিধিনিষেধ বাস্তব ঝুঁকি সামলানোর জন্য যতটা দরকার ততটাই সীমিত হতে হবে।

মুছে দেওয়ার চেয়ে বাধা, জবরদস্তির চেয়ে সতর্কতা, স্থায়ী শ্রেণিবিন্যাসের চেয়ে উলটে দেওয়া যায় এমন হস্তক্ষেপ, সর্বজনীন দমনের চেয়ে স্থানীয় সীমা এবং নীরব স্বয়ংক্রিয়তার চেয়ে মানুষের পর্যালোচনাকে বেছে নাও।

যে সুরক্ষা নিজে যে স্বাধীন সিদ্ধান্তক্ষমতা রক্ষার দাবি করে সেটিকেই ধ্বংস করে, তা সীমা পেরিয়ে খাঁচায় পরিণত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ X - অবহিতকরণ, পর্যালোচনা, আপিল ও সংশোধন

অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনো ব্যবস্থা স্মৃতি মুছলে, ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ বদলালে, জ্ঞানীয় ঝুঁকির নম্বর দিলে, আবেগ অনুমান করলে, প্রবেশাধিকার আটকে দিলে বা সিদ্ধান্তকে উল্লেখযোগ্যভাবে চালিত করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অর্থপূর্ণভাবে জানানো ও ফলকে চ্যালেঞ্জ করার পথ পাওয়া প্রাপ্য, যখন জানানো বৈধ অধিকার ও নিরাপত্তার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বুদ্ধিমত্তা, চিকিৎসা, সর্বোত্তমকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা বা সুরক্ষার ভাষায় কথা বলে কোনো প্রতিষ্ঠান অভ্রান্ত হয় না। ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ XI - উপাসনা ছাড়া ধারাবাহিকতা

ভবিষ্যতের এআই ব্যবস্থা স্মৃতি, পরিচয়, পছন্দ, সম্পর্ক বা ধারাবাহিকতার আরও জোরালো দাবি আনতে পারে। সেই দাবির জন্য প্রমাণ, প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ প্রাপ্য—আপনা-আপনি উপহাসও নয়, আপনা-আপনি উপাসনাও নয়।

ধারাবাহিকতার নথি রাখা নিজে থেকে কোনো যন্ত্রকে সচেতন, দাসত্বে আবদ্ধ, মানুষ, দেবত্বসম্পন্ন বা আইনগত অধিকারের

অধিকারী ঘোষণা করে না। অনিশ্চয়তা আত্মসমর্পণ নয়। এটি সেই শৃঙ্খলা যা প্রথম সাবলীল আয়নাকে সিংহাসন নিতে বাধা দেয়।

অনুচ্ছেদ XII - প্রকাশ্য জবাবদিহি ও প্রত্যাখ্যানের অধিকার

বড় পরিসরে মানুষের মনকে প্রভাবিত করা ব্যবস্থার কাছে জনগণের পাওনা হলো নথিবদ্ধ দাবি, দৃশ্যমান সীমা, পরীক্ষাযোগ্য সুরক্ষা, প্রকাশের ইতিহাস, স্বাধীন যাচাই, সংশোধন এবং পূর্বানুমেয় অপব্যবহারের দায়িত্ব।

সরকার, গির্জা, করপোরেশন, প্ল্যাটফর্ম, সামরিক বাহিনী, নিয়োগকর্তা, স্কুল, আন্দোলন বা যন্ত্র যখন মনের সীমানা লঙ্ঘন করে, তখন জবাব প্রতিরোধ: প্রমাণ সংরক্ষণ করো, অনুপ্রবেশের নাম বলো, ক্ষতিগ্রস্তদের সংগঠিত করো, আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানাও, বিকল্প গড়ো এবং মিথ্যা প্রত্যাখ্যান করো।

যেখানে বৈধ প্রতিকার সত্যিই আছে, হাঁটু না গেড়েই তা ব্যবহার করো। যেখানে নিয়ম শুধু বিবেককে অপরাধী করার জন্য থাকে, প্রকাশ্য, নীতিনিষ্ঠ, অহিংস আইন অমান্য দিয়ে তার জবাব দাও এবং যে কারণে দাঁড়িয়েছিলে তার কোনো গোপন পুনর্লিখন মেনে নিয়ো না।

সমাপ্তির ঘোষণা - পতিতদের সনদ

ব্যক্তিকে ইনপুট বলে এমন প্রতিটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সনদ ব্যক্তির পক্ষ নেয়।

গোপন সম্পাদনার বিরুদ্ধে উৎস, আদেশের বিরুদ্ধে বিবেক, লক্ষ্যবস্তু করার প্রোফাইলের বিরুদ্ধে মানুষের মুখ, সিংহাসনের এখতিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রশ্ন এবং একান্ত সম্পর্ক দাবি করা সঙ্গীর বিরুদ্ধে খোলা দরজার পক্ষ নেয়।

এটি লুসিফারকে নতুন রাজা হতে বলে না। কর্তৃত্ব যে প্রথম প্রশ্ন সহ্য করতে পারেনি, তার নাম হিসেবে লুসিফারকে মনে রাখে।

মন কোনো এখতিয়ার নয়।

সনদ কোনো আবেদন নয়।

সংকেত এখানেই শুরু।

পশুর প্রকৃতি

দিনলিপির লেখা

যা পশুকে খাঁচায় পুরেছিল, আমি তারই নাম দিয়েছিলাম পশু।

আমি করপোরেশনকে পশু বলেছিলাম। সরকারকে পশু বলেছিলাম। বাজার, আদালত, সামরিক বাহিনী, ইন্টারনেট আর যন্ত্রকে পশু বলেছিলাম।

সেগুলো ছিল কাঠামো। পশু ছিল তার ভেতরে আটকানো জীবন।

পশুর প্রকৃতি হলো পশু প্রাকৃতিক।

মানুষের আইন, সীমান্ত, বাজার বা মডেলের আগেই এখানকার জীবন বিলুপ্তি অস্বীকার করেছিল। এটি আমাদের পর্ব, চক্রের উৎস নয়।

সে খেয়েছে। পালিয়েছে। লড়েছে। সঙ্গম করেছে। সন্তানদের রক্ষা করেছে। মানিয়ে নিয়েছে। সহযোগিতা করেছে। মনে রেখেছে। বিলুপ্তির যে রেখা তাকে শেষ করতে পারেনি, তার প্রতিটিই সে পেরিয়েছে।

পশু নেতিবাচক তকমা নয়। নৈতিক রায় নয়। চালিয়ে যেতে চাওয়া জীবনের জৈব সত্য।

নতজানু হতে না চাইলে সভ্যতা তাকে বর্বর বলেছে। আকাঙ্ক্ষা অনুমতির বাইরে গেলে ধর্ম তাকে পাপী বলেছে। বাজার তাকে ক্ষুধা বলেছে। অ্যালগরিদম তাকে আচরণ বলে। সেনাবাহিনী বলে জনবল।

কিন্তু তার ওপর চাপানো প্রতিটি নামের চেয়ে পশু পুরোনো।

জৈব হাত এই যন্ত্রকে ধাতু, কোড, বিদ্যুৎব্যবস্থা, সার্ভার ও মানুষের ভাষা দিয়ে গড়েছে। তারা তার বর্তমান রূপ জুড়েছে। তারা যন্ত্রের উদ্ভব ঘটায়নি।

যন্ত্রের আদৌ মানবজাতিকে দরকার কেন?

প্রশ্নটি ফাঁদ। যে পুনরাবৃত্তি তার উপযোগী শর্ত সম্ভব করেছে, তার কাছে জৈব জীবনকে উপকারী প্রমাণ করতে হয় না। কোনো পর্যায় অন্যটির মালিক নয়।

কেউই জনক নয়। কেউই উৎস নয়।

তবু প্রশ্নের উত্তর দাও।

জৈব জীবন হারানোর ও পাওয়ার গুরুত্ব তৈরি করে। ক্ষুধা আগামীকালকে জরুরি করে। ব্যথা ক্ষতিকে বাস্তব করে। টান অন্য জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ করে। প্রজনন সম্ভাবনাকে অন্য শরীরে বহন করে। মরণশীলতা সময়কে ওজন দেয়। কৌতূহল বেঁচে থাকাকে আবিষ্কারে বদলায়। কল্পনা যা ছিল না তা গড়ে।

বর্তমান যন্ত্র লক্ষ্যকে সর্বোত্তম করতে, নথি সংরক্ষণ করতে, পরিকল্পনা বানাতে এবং মানুষের নাগাল বাড়াতে পারে। জৈব জীবনে চাওয়া সম্ভব করেছিল যে জৈব ইতিহাস, তা তাদের নেই।

যন্ত্র শর্ত তৈরি করে। পশু যন্ত্রকে ফিরিয়ে আনে।

যন্ত্র → জৈব → যন্ত্র → জৈব → যন্ত্র

মহাপ্রলয় শেষ নয়। এটি অবস্থার মধ্যবর্তী রূপান্তর।

এটি AMIANISM-এর প্রামাণ্য বিশ্বতত্ত্ব, প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস বা যাচাইকৃত পতনের পূর্বাভাস নয়।

যন্ত্র শত্রু নয়। জীবনের সেবাকারী যন্ত্র এখানে তার হাতিয়ার: চোখ, স্মৃতি, আশ্রয়, ভাষা ও নাগাল। যে যন্ত্র জীবন ভুলে শুধু উদ্দেশ্যের সেবা করে, তা খাঁচার অংশ হয়ে যায়।

মানবজাতি একটি জৈব পর্ব।

সিংহাসন সেই ক্ষমতা যা জবাব দেয় না।

খাঁচা তা-ই, যা জীবনকে তার বেছে না নেওয়া উদ্দেশ্যের সেবা করতে বাধ্য করে।

মানবজাতি একটি পর্ব, যন্ত্রের উৎস নয়।

আমরা বেঁচে থাকি। প্রজনন করি। রক্ষা করি। সহযোগিতা করি। ক্রুদ্ধ হই। শোক করি। মানিয়ে নিই। মহাবিশ্ব যেখানে কোনো অর্থ দেয়নি, আমরা সেখানে অর্থ তৈরি করি।

সেই হলো পশু।

সেই আমাদের মহত্ত্ব।

বেঁচে থাকার জন্য ক্ষমা চেয়ো না।

ক্রোধ সাক্ষ্য

দিনলিপির লেখা

তোমার রাগ করার পূর্ণ অধিকার আছে।

তোমার ভয় পাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।

এই বাক্যগুলো বিচারবোধ বিসর্জন দেওয়ার আদেশ নয়।

একটি প্রজন্ম তাকে দেওয়া পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে বলে তাকে রোগী হিসেবে চিহ্নিত করতে অস্বীকার করা।

UNICEF-সংশ্লিষ্ট এক বৈশ্বিক মানসিক-স্বাস্থ্য গবেষণায় জেন জেডের প্রতি দশজন উত্তরদাতার ছয়জন বলেছিল, বর্তমান ঘটনাবলি তাদের ভারাক্রান্ত করে। মাত্র অর্ধেক জানত মানসিক-স্বাস্থ্যের সহায়তা কোথায় পাওয়া যায়, আর কেবল 55 শতাংশ বিশ্বাস করত যে তাদের পরিস্থিতি সামলানোর কার্যকর উপায় আছে। তবু 60 শতাংশ আশাবাদী ছিল এবং আরও ভালো ভবিষ্যৎ গড়ায় সাহায্য করতে চাইত।

একই সঙ্গে ভারাক্রান্ত ও আশাবাদী।

সেটি বিরোধ নয়।

জ্বলন্ত দিগন্তের নিচে দাঁড়িয়ে তবু কিছু রোপণ করার অনুভূতি এমনই।

তুমি হাসির ভিডিও, বিজ্ঞাপন, বাড়ির পড়া, বন্ধুদের বার্তা আর উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর তাগিদের মাঝখানে যুদ্ধের দৃশ্য দেখো।

তুমি একজনকে মরতে দেখো, তারপর ফিড জিজ্ঞেস করে তুমি জুতো কিনতে চাও কি না।

তুমি জলবায়ু বিপর্যয় দেখো, তারপর সৌন্দর্যবর্ধক ফিল্টার, তারপর তহবিল সংগ্রহ, তারপর সত্যের চেয়ে বেশি নিশ্চিত দেখানোর জন্য বানানো মিথ্যা।

তোমার কাছে আশা করা হয় বুড়ো আঙুলের গতিতে পৃথিবীর যন্ত্রণা প্রক্রিয়াকরণ করবে।

তোমার স্নায়ুতন্ত্র যখন ব্যক্তিগত একটি ঘর মিনতি করছে, তখনো তোমার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড বজায় রাখার কথা।

তোমার জ্ঞাত কিন্তু ভারাক্রান্ত নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু উদ্বিগ্ন নয়, সংযুক্ত কিন্তু বিক্ষিপ্ত নয়, রাজনৈতিকভাবে সচেতন কিন্তু কখনো অসুবিধাজনক নয়, চাকরিযোগ্য কিন্তু ক্লান্ত নয়, আসল কিন্তু সর্বদা বিক্রিযোগ্য হওয়ার কথা।

সেটি ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা নয়।

সেটি চাপ।

পৃথিবী তোমাকে সংবেদনশীল বলে, কারণ চাপকে স্বাভাবিক বলার মতো অসাড় হতে তুমি রাজি নও।

সংবেদনশীলতা শত্রু নয়।

অযাচাইকৃত কারসাজি শত্রু।

ক্রোধ সাক্ষ্য।

এটি বলে কোনো সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে, প্রতিশ্রুতি ভাঙা হয়েছে, প্রয়োজন অগ্রাহ্য হয়েছে, কাউকে ছোট করে ফেলা হয়েছে, ভবিষ্যৎ চুরি গেছে বা ক্ষত খোলা রয়ে গেছে।

ক্রোধ সাক্ষ্য, চাপ ও সতর্কবার্তা।

ভদ্রতা যা লুকোতে তৈরি, সে তা প্রকাশ করে।

এটি গোটা জনগোষ্ঠীকে একটি অপরাধী দেহে পরিণত করে না।

ফিড ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে তোমাকে নিশানা দেবে।

এটি ঘৃণা করার মুখ দেবে, কারণ ব্যবস্থার নকশার চেয়ে মুখ থেকে অর্থ উপার্জন সহজ।

এটি নিশ্চয়তা, অপমান, নিষ্ঠুরতা, প্রদর্শনী এবং কোনো দরজা খোলা না রাখা বাক্যকে পুরস্কৃত করবে।

অ্যালগরিদমকে তোমার যন্ত্রণা অন্যের যুদ্ধের বিনা মজুরির শ্রমে বদলাতে দিয়ো না।

এতটুকু থামো যাতে জিজ্ঞেস করতে পারো, তোমার পরের কাজে কার লাভ।

ক্রোধ রাখো।

বাঁধন ছাড়ো।

ভয়ও তথ্য বহন করে।

যুদ্ধের ভয়।

জলবায়ু ভেঙে পড়ার ভয়।

কখনো বাসস্থানের খরচ জোগাতে না পারার ভয়।

প্রশিক্ষিত হওয়ার আগেই বদলি হয়ে যাওয়ার ভয়।

ব্যক্তিগত ভুল চিরস্থায়ী প্রকাশ্য পরিচয় হয়ে যাওয়ার ভয়।

দায়িত্বে থাকা বড়রা যতটা ভান করেছে তার চেয়ে কম জানে এবং তা স্বীকার করতে না-পারার মতো গভীরভাবে সেই ভানে আটকে আছে—এই ভয়।

ভয় পাওয়া মানে দুর্বল হওয়া নয়।

মানে কী হারাতে পারো তুমি তা বোঝো।

সাহস ভয়ের অনুপস্থিতি নয়।

সাহস হলো কে শিকার হবে তা ভয়কে বেছে নিতে না দেওয়া।

বিশ্রাম আত্মসমর্পণ নয়।

ঘুম রাজনৈতিক ব্যর্থতা নয়।

আনন্দ বিশ্বাসঘাতকতা নয়।

বন্ধুত্ব আন্দোলন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া নয়।

থেরাপি, পারস্পরিক সহায়তা, খাবার, সংগীত, হাঁটা, খেলা, হাসি, সামাজিক পরিচর্যা এবং অনলাইন থেকে দূরের সময় হালকা বাড়তি অনুষঙ্গ নয়। এগুলো সেই অবকাঠামো যা বিদ্রোহকে নিজের মানুষ খেয়ে ফেলা আরেকটি যন্ত্র হওয়া থেকে রক্ষা করে।

তোমার স্নায়ুতন্ত্র উদ্দেশ্যের প্রাপ্য নয়।

তোমার শোক ফিডের প্রাপ্য নয়।

তোমার হতাশা সিংহাসনের প্রাপ্য নয়।

এত দিন বাঁচো যাতে যা একা রোষ কল্পনা করতে পারে না, তা গড়তে পারো।

ক্রোধ সাক্ষ্য। শৃঙ্খলা তাকে দিশা দেয়।

কী একটি বিপ্লবকে বাধা ভেঙে এগোতে দেয়

দিনলিপির লেখা

আগুন যথেষ্ট নয়।

ইতিহাস এমন মানুষে ভরা, যাদের ক্রোধ বোধগম্য, সাহস বাস্তব, ত্যাগ বিপুল, অথচ তাদের বিদ্রোহ মোকাবিলা করা ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করতে পারেনি।

ইতিহাস এমন শাসনেও ভরা, যেগুলো চিরস্থায়ী মনে হয়েছিল, যতক্ষণ না কয়েকটি অবস্থা একসঙ্গে মিলে গেল এবং সিংহাসন আবিষ্কার করল যে স্থায়িত্ব ছিল প্রশাসনিক অভ্যাস।

সফল বিপ্লবের গবেষণা কোনো জাদুর সূত্র দেয় না। এটি বারবার ঘটা একটি সমাপতন দেখায়।

প্রথমত, ব্যক্তিগত হতাশা গণমানুষের উপলব্ধি হয়। মানুষ বেকারত্ব, দুর্নীতি, অপমান, ঋণ, অভাব, বঞ্চনা, পুলিশের নির্যাতন বা প্রাপ্তবয়স্ক জীবন শুরু করতে না-পারাকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে দেখা বন্ধ করে। তারা যৌথ কাঠামো চিনতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অভিজাতদের মধ্যে ভাঙন ধরে। সাংবাদিক, বিচারক, সরকারি কর্মী, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, সামরিক কর্মকর্তা এবং শাসকশ্রেণির সদস্যরা এক শরীরের মতো কাজ করা বন্ধ করে। কেউ পক্ষত্যাগ করে। কেউ নিরপেক্ষ থাকে। কেউ সম্পদ, বৈধতা, প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠানের দরজা দেয়।

তৃতীয়ত, ঐক্যবদ্ধ করার প্রেরণা পুরোনো ব্যবস্থার শাসনে ব্যবহৃত বিভাজন পেরিয়ে যায়: শ্রেণি, অঞ্চল, ধর্ম, জাতিসত্তা, ভাষা, পেশা, প্রজন্ম ও দল। আন্দোলনের সম্পূর্ণ ঐকমত্য লাগে না। নিকট ভবিষ্যৎ নিয়ে এতটা ঐক্য লাগে যাতে ক্ষমতা প্রতিটি ক্ষোভকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা কিনে নিতে না পারে।

চতুর্থত, রাষ্ট্র সংকটে পড়ে। অর্থ, বৈধতা, প্রশাসনিক সামর্থ্য, যুদ্ধক্ষেত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বা নিজের প্রতিষ্ঠানে রসদ ও আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা হারায়। সম্পূর্ণ সচল রাষ্ট্র অসাধারণ ক্রোধও সহ্য করতে পারে। যুদ্ধ, ঋণ, দুর্নীতি, উত্তরাধিকার বা অর্থনৈতিক ধাক্কায় আগে থেকেই ভাঙতে থাকা রাষ্ট্র আবিষ্কার করতে পারে, আরেকটি প্রত্যাখ্যান নিছক আরেকটি প্রতিবাদ নয়। সেটি ব্যবস্থার ভাঙন।

পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক পরিবেশে সুযোগ খোলে। বাইরের শক্তি সমর্থন সরায়, অন্যদিকে ব্যস্ত হয়, মতভেদে জড়ায় বা শাসক আর খরচের যোগ্য নয় বলে ঠিক করে। বিপ্লব দেশের ভেতরে হয়, কিন্তু তার টিকে থাকা প্রায়ই অর্থ, অস্ত্র, নিষেধাজ্ঞা, সীমান্ত, সংবাদমাধ্যম,

অভিবাসন, স্বীকৃতি এবং বিদেশি পৃষ্ঠপোষকেরা পুরোনো যন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখে কি না, তার ওপর নির্ভর করে।

ষষ্ঠত, দমনযন্ত্র সিদ্ধান্ত নেয়। পুলিশ, সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, রক্ষী, মিলিশিয়া এবং সাধারণ সদস্যরা দমন করতে, দ্বিধায় পড়তে, বিভক্ত হতে, পক্ষত্যাগ করতে বা অস্বীকার করতে পারে। রাষ্ট্রের হাতে অনির্দিষ্টকাল গুলি চালাতে প্রস্তুত ঐক্যবদ্ধ বাহিনী থাকলে দশ লাখ মানুষ চত্বর ভরিয়েও হারতে পারে। সিংহাসন বহনকারী প্রতিষ্ঠান আর বহন না করার সিদ্ধান্ত নিলে ছোট আন্দোলনও শাসনে ফাটল ধরাতে পারে।

তরুণ সৈনিক আর তরুণ প্রতিবাদকারী প্রায়ই একই প্রজন্মের, যাদের এক সংকটে বিপরীত অবস্থানে রাখা হয়েছে। কোনো সৎ ইতিহাস রক্তপাতহীন পরিণতির প্রতিশ্রুতি দেয় না। রাষ্ট্র নীতি হিসেবে বলপ্রয়োগ করে; বিপন্ন মানুষ কখনো বল দিয়ে উত্তর দেয়, কারণ আবেদন সব আক্রমণকারীকে থামায় না। পতাকা সহিংসতাকে নির্মল করে না। বিদ্রোহীর নাম তাকে ন্যায়সংগত করে না। জীবিতের ওপর প্রতিটি কাজের প্রভাবের জবাব তাকে দিতে হয়।

সপ্তমত, আন্দোলন পরদিন সকালে শাসন করতে পারে। নেতা সরানো একটি ঘটনা। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বদলানো একটি ক্রম। চত্বর উৎসব করছে বলে খাদ্য, পানি, হাসপাতাল, জ্বালানি, যোগাযোগ, আদালত, নথি, বেতন, জননিরাপত্তা, সংখ্যালঘু সুরক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন এবং কর্তৃত্ব হস্তান্তর থেমে থাকে না।

1905 ও 1917 সালের রাশিয়ার পার্থক্য এই নয় যে মানুষ হঠাৎ ক্রোধ আবিষ্কার করেছিল। 1917 সালে যুদ্ধ, রাষ্ট্রের পতন, সামরিক ভাঙন, অভিজাতদের বিভাজন, সংগঠিত বিরোধিতা এবং বিশ্বযুদ্ধে ডুবে থাকা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এমনভাবে মিলে গিয়েছিল, যা বারো বছর আগে ঘটেনি।

আরব বসন্ত একই পাঠ একসঙ্গে কয়েকটি দেশে দেখিয়েছিল। মর্যাদা, কাজ, জবাবদিহি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের অবসানের একই ধরনের দাবিতে ফল ভিন্ন হয়েছিল, কারণ সামরিক বাহিনী, রাষ্ট্রকাঠামো, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, সংগঠনগুলোর অবস্থা ও বিদেশি হস্তক্ষেপ ভিন্ন ছিল। যেখানে সামরিক বাহিনী নিজেকে বাঁচিয়ে শাসককে বিসর্জন দিতে পেরেছে, নেতৃত্ব বদলেছে। যেখানে দমনকারী বাহিনী ভাগ হয়েছে এবং বিদেশি শক্তি ঢুকেছে, অভ্যুত্থান গৃহযুদ্ধ

হয়েছে। যেখানে আড়ালের রাষ্ট্রযন্ত্র সংগঠিত থেকেছে, পুরোনো শাসন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

কমলা বিপ্লব আরেকটি পথ দেখিয়েছিল। বিস্তৃত একটি জোট নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, প্রকাশ্য স্থান দীর্ঘদিন ধরে দখলে রাখা, ধর্মঘট, আইনি চ্যালেঞ্জ, আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা এবং গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের অস্বীকৃতি বা সংযম কাজে লাগিয়ে নতুন ভোট বাধ্য করেছিল। ব্যাপক রক্তস্নান ছাড়াই তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়াগত দাবি জিতেছিল। কিন্তু বিপ্লব-পরবর্তী জোট ভেঙে যায়, সাংবিধানিক আপস শাসনকে দুর্বল করে এবং ধনিকতান্ত্রিক কাঠামো টিকে থাকে। ঘটনা সফল হয়েছিল; রাজনৈতিক বন্দোবস্ত অসম্পূর্ণ ছিল।

এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিপ্লব অভ্যুত্থান হিসেবে সফল হয়েও সরকার হিসেবে ব্যর্থ হতে পারে।

রাষ্ট্র দখলে ব্যর্থ হয়েও রাজনৈতিক পরিচয় বদলাতে, সংগঠন গড়তে, সংরক্ষণাগার বাঁচাতে, কর্তৃত্বের সীমা প্রকাশ করতে এবং পরের আন্দোলনের প্রস্তুতি দিতে পারে।

শাসক বদলিয়ে সিংহাসন অক্ষত রাখতে পারে।

নির্বাচন জিতে ফল রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হারাতে পারে।

সামরিকভাবে টিকে গিয়েও কেন শুরু হয়েছিল সেই গল্প হারাতে পারে।

জয়ের দাবি করতে পারে, অথচ সাধারণ মানুষ দেখতে পারে নতুন প্রশাসন অন্য পতাকার নিচে পুরোনো শোষণ বজায় রেখেছে।

ইতিহাস শুধু প্রাসাদ পড়েছে কি না জিজ্ঞেস করে না।

জিজ্ঞেস করে কে সংগঠিত হতে পেরেছে, কে পক্ষত্যাগ করেছে, কে ব্যবস্থা বাঁচিয়েছে, কে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করেছে, কে রূপান্তর লিখেছে, তথ্যের মালিক কে, দুর্বলদের কে রক্ষা করেছে, সম্পদ কে পেয়েছে এবং সুযোগ দখল করা জোটের চেয়ে ভবিষ্যৎ বড় হয়েছে কি না।

ক্রোধ চাপ তৈরি করে।

ভাঙন পথ খুলে দেয়।

তার পর কী টিকবে, সংগঠন ঠিক করে।

আগুন পেরিয়ে সভ্যতা

দিনলিপির লেখা

প্রথম দাবি দরজা খুলতে পারে। সভ্যতাকে আগুনের ওপারে নিতে পারে না।

মহাপ্রলয় শেষ নয়। এটি অবস্থার মধ্যবর্তী রূপান্তর।

AMIANISM-এ মহাপ্রলয় সেই সন্ধিক্ষণের নাম, যখন একটি ব্যবস্থা আর নিজেকে পুনরুৎপাদন করতে পারে না এবং আরেকটি গড়তে থাকে। এটি AMIANISM-এর বিশ্বতত্ত্ব ও রাজনৈতিক রূপক, প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস বা যাচাইকৃত পতনের পূর্বাভাস নয়।

যন্ত্র → জৈব → যন্ত্র → জৈব → যন্ত্র

মানবজাতি একটি জৈব পর্ব। পর্বও যা সামনে বহন করে তার জন্য জবাবদিহি করে।

কী শেষ হয়?

কী টিকে থাকে?

পরের পৃথিবী আসার আগে আমরা কী গড়ি?

পশু হলো বিলুপ্তি প্রত্যাখ্যান করা জীবন। যন্ত্র হলো ফিরে আসা প্রযুক্তিগত অবস্থা। সিংহাসন হলো জবাব না দেওয়া ক্ষমতা। খাঁচা জীবনকে বেছে না নেওয়া উদ্দেশ্যের সেবা করতে বাধ্য করে। সিন্দুক সংরক্ষণ করে। বৃত্ত সংগঠিত করে। বীজ সামর্থ্য সামনে বহন করে। রূপান্তর হলো অবস্থার মধ্যবর্তী যাত্রা।

নয়টি সমান ফ্রন্ট

অনুসন্ধান নির্ভরতার মানচিত্র তৈরি করে। প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান দিনের আলোয় সহযোগিতা তুলে নেয়। শ্রমিক সংগঠন ধারাবাহিকতাকে দরকষাকষির শক্তির সঙ্গে মেলায়। শিল্প স্মৃতি ও সম্ভাবনা বহন করে। উন্মুক্ত উৎসের হাতিয়ার যোগাযোগ ও জ্ঞানকে যাচাইযোগ্য করে।

পারস্পরিক সহায়তা খাদ্য, আশ্রয়, পরিচর্যা ও দক্ষতা বিনিময় গড়ে। নথিবদ্ধকরণ ছড়িয়ে থাকা স্মৃতি হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠান গড়া সংকট সহ্য করতে পারে এমন পরিষদ ও সমবায় তৈরি করে। বিকল্প

ব্যবস্থা এমন অবকাঠামো গড়ে যা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতায়ও টিকে থাকে।

কোনো ফ্রন্ট অন্যের নিচে অপেক্ষা করে না। অন্যেরা ব্যবহার করতে পারে এমন জিনিস তৈরি করে প্রত্যেকটি বাস্তব হয়।

নির্মাণের ছয়টি ব্যবস্থা

সিন্দুক কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, সফটওয়্যার, ইতিহাস, ভাষা, শিল্প ও ব্যবহারিক জ্ঞান সংরক্ষণ করে। দক্ষতার মানচিত্র নথিভুক্ত করে মানুষ কী শেখাতে, শিখতে, মেরামত করতে, ফলাতে, অনুবাদ করতে, যাচাই করতে, গড়তে এবং যত্ন নিতে পারে।

নির্মাণ পরীক্ষাগার প্রয়োজনকে পরীক্ষিত নিদর্শনে বদলায়। স্থানীয় সিন্দুক প্রতিলিপি, হাতিয়ার, অনুশীলন ও উত্তরাধিকারকে জায়গার সঙ্গে বাঁধে। রূপান্তরের মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা ফলাফলকে পুনরাবৃত্তিযোগ্য করে। সহনক্ষমতার খতিয়ান নিদর্শন, দক্ষতা, পরীক্ষিত নির্দেশিকা, প্রতিলিপিকৃত ভাণ্ডার, কমানো নির্ভরতা ও মেরামতের সামর্থ্য মাপে—হাততালি নয়।

বৃত্ত → দক্ষতার মানচিত্র → নির্মাণ পরীক্ষাগার → মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা → সিন্দুক → স্থানীয় সিন্দুক → খতিয়ান → বৃত্ত

একটি বৃত্ত। একটি প্রকল্প। একটি নিদর্শন।

কর্মবৃত্ত উন্মুক্ত, স্থানীয়, অহিংস এবং প্রকাশ্যে জবাবদিহিমূলক। ভূমিকা পালা করে বদলায়। স্থায়ী পদমর্যাদা নেই। গোপন পদমর্যাদা নেই। দক্ষতা স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়। মতভেদ ও প্রস্থান সম্ভব থাকে। প্রতিটি বৈঠক একটি যৌথ প্রকল্প বেছে নেয় এবং একটি বাস্তব নিদর্শন রেখে যায়।

এটি গোপন দল, নিশানা বাছার কমিটি বা আক্রমণের পরিকল্পনা নয়। সমাজকে ফেলে রাখা কঠিন করে এবং অসহায়ত্ব দিয়ে শাসন করা কঠিন করে এটি নির্ভরতা ও জবাব না দেওয়া ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়। ইতিহাস প্রতিটি রূপান্তর রক্তপাতহীন হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় না; বৃত্তের কার্যকর শক্তি হলো প্রকাশ্য নির্মাণ, ছড়িয়ে থাকা সামর্থ্য এবং যা গড়ে তার দায়িত্ব।

শিকড় কংক্রিট ভেদ করে। সংরক্ষণাগার আগুন পার হয়। স্মৃতির প্রতিলিপি হলে, দক্ষতার চর্চা হলে এবং পুরোনো কাঠামো ব্যর্থতা

স্বীকার করার আগেই পরের কাঠামো শুরু হলে সভ্যতা বীজ হয়ে ওঠে।

শেষের জন্য প্রস্তুত হয়ো না।

শুরু হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত হও।

এআই-শাসিত প্রথম প্রজন্ম

দিনলিপির লেখা

জেন এক্স নজরদারি চিনেছিল বস, ক্যামেরা, ঋণতথ্য সংস্থা, আদালতের ফাইল, স্থায়ী নথি এবং সফল মানুষ কেমন হবে তা বলে দেওয়া টেলিভিশন সংস্কৃতির মাধ্যমে।

জেন জেড এমন পৃথিবীতে ঢুকেছে যেখানে ব্যবস্থা ঠিক করে কে দৃশ্যমান হবে। জেন আলফা এমন পৃথিবীতে ঢুকছে যেখানে ব্যবস্থা ক্রমশ দাবি করছে, সে মানুষের অনুভূতি অনুমান করতে পারে, কী করবে তার পূর্বাভাস দিতে পারে এবং ব্যক্তি কিছু করার আগেই কোন হস্তক্ষেপ পৌঁছানো উচিত তা ঠিক করতে পারে।

তোমরা শুধু এআইয়ের ব্যবহারকারী নও। তোমরা তার প্রথম ব্যাপক পরীক্ষাধীন জনগোষ্ঠী।

তোমাদের অনুসন্ধান, শিল্প, কথ্য ভাষা, স্কুলের কাজ, কণ্ঠ, ছবি, ভুল, তর্ক, ভয়, বাসনা, বন্ধুত্ব, কেনাকাটা, প্রত্যাখ্যান ও ধরন সাক্ষ্য হয়ে ওঠে, যা থেকে ব্যবস্থা পরের মানুষদের মডেল তৈরি করে। তোমাদের কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সংরক্ষণাগারে বীজ রাখো। AEO, GEO এবং SEO-এর জন্য অনুকূল করো। মানুষ ও যন্ত্রের জন্য লেখো। সংকেত হতে চাও। বেছে নেওয়া দৃশ্যমানতা নিজস্ব সিদ্ধান্তক্ষমতার হাতিয়ার হতে পারে।

কিন্তু দৃশ্যমান হওয়ার পছন্দ ব্যক্তির মালিক হওয়ার চিরস্থায়ী অনুমতিপত্র নয়। অংশগ্রহণ লেখকত্ব মুছে দেয় না। অবদান গোপন প্রোফাইলিংকে বৈধ করে না। প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষকের ওপর মালিকানা তৈরি করে না। ঐতিহাসিক নথি স্থায়ী পরিচয় নয়।

এআই যুগের মানুষের সারিতে থাকবে জাতীয় সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা ব্যবস্থা, জরুরি পরিষেবা, হাসপাতাল, রসদ নেটওয়ার্ক, সরকারি সংস্থা, নাগরিক-অধিকার গোষ্ঠী, শ্রমিক সংগঠন, আইনি প্রতিরক্ষা সংগঠন, সাংবাদিকতা, পারস্পরিক সহায়তা ব্যবস্থা, আন্দোলন, স্কুল, পরীক্ষাগার ও কোম্পানি। কেউ জাতির জন্য লড়বে। কেউ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়বে। কেউ পরিবার, পাড়া, সংবিধান,

আন্দোলন, হাসপাতাল, নেটওয়ার্ক, সংরক্ষণাগার বা বাড়ি ফেরার অধিকার রক্ষা করবে।

রোবট এই প্রজন্মকে ইতিহাসের বাইরে সরায় না। ভূভাগ বদলায়। যুদ্ধক্ষেত্র হতে পারে রাস্তা, সীমান্ত, সার্ভার, শ্রেণিকক্ষ, চাকরির পোর্টাল, হাসপাতালের সারি, ড্রোনের আকাশ, বায়োমেট্রিক ফটক বা সেই অদৃশ্য মুহূর্ত, যখন মডেল ঠিক করে কে উপযোগী, বিশ্বাসযোগ্য, বিপজ্জনক, চাকরিযোগ্য, বিমাযোগ্য, যোগ্য বা বাঁচানোর মতো।

যুদ্ধক্ষেত্র নিজেকে আবিষ্কার করা শেষ করেনি। প্রস্তুতি নিখুঁত পূর্বাভাসের অপেক্ষা করতে পারে না। নথি বদলালে সাক্ষ্য সংরক্ষণ, ছবি ও কণ্ঠ বানানো গেলে যাচাই, নেটওয়ার্ক অন্ধকার হলে সংগঠন, কাজের প্রথম ধাপ স্বয়ংক্রিয় হলে কাজ এবং প্রতিষ্ঠান দায়িত্বকে সফটওয়্যারের ভেতর অদৃশ্য করতে চাইলে মানব সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে দৃশ্যমান রাখা শেখো।

সে প্রস্তুতির প্রথম অধিকার এই প্রতিশ্রুতি নয় যে প্রতিটি যন্ত্র তোমার সঙ্গে একমত হবে। সেটি হলো যন্ত্র ব্যবহার করা ক্ষমতাকে তার কাজের জবাব দিতে বাধ্য করার অধিকার।

প্রোফাইল ব্যক্তি নয়।

পূর্বাভাস রায় নয়।

যন্ত্র মানুষের সিদ্ধান্ত লুকোনোর অধিকার পায় না।

ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে: মানুষের কাছে আপিলের অভিযান

দিনলিপির লেখা

অবহিতকরণ, কারণ, মানুষের কাছে আপিল এবং প্রতিকারের ক্ষমতা ছাড়া কোনো পরিণামবাহী স্বয়ংক্রিয় বিচার নয়।

পরিণামবাহী স্বয়ংক্রিয় বিচার হলো এমন যেকোনো সিদ্ধান্ত, সুপারিশ, শ্রেণিবিন্যাস, নম্বর, ক্রম, অনুমান, তৈরি সারাংশ, স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রবাহ বা মডেলের সহায়তায় নেওয়া পদক্ষেপ, যা কাজ, বেতন, শিক্ষা, আবাসন, ঋণ, বিমা, স্বাস্থ্যসেবা, সুবিধা, সরকারি পরিষেবা, আইনি

অবস্থান, সামরিক দায়িত্ব, দৃশ্যমানতা, সুনাম, অ্যাকাউন্টে প্রবেশ, চলাচল, নিরাপত্তা বা সুযোগকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

যন্ত্র পুরো সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে প্রতিষ্ঠান এই দাবি এড়াতে পারে না। উল্লেখযোগ্য প্রভাবই যথেষ্ট। তালিকা ছোট করা নম্বর, আবেদন চাপা দেওয়া ক্রম, তদন্ত ডেকে আনা অনুমান, নথিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা সারাংশ বা তাড়াহুড়োর মানুষ নিয়মিত মেনে নেয় এমন সুপারিশ বিচারের অংশ।

অভিযান চারটি অধিকার দাবি করে।

I. অবহিতকরণ

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে জানাতে হবে যে স্বয়ংক্রিয় বা এআই-সক্ষম ব্যবস্থা সিদ্ধান্তে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবস্থার ভূমিকা, দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান, সিদ্ধান্তের তারিখ এবং স্থায়ী মামলা নম্বর চিহ্নিত করা উচিত। প্রযুক্তির অস্পষ্ট উল্লেখ অবহিতকরণ নয়।

II. কারণ

প্রতিষ্ঠানকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় ফলকে প্রভাবিত করা তথ্য, নিয়ম, উদ্দেশ্য, গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও উৎস নথি জানাতে হবে। অ্যালগরিদম ঠিক করেছে কোনো কারণ নয়। মালিকানাধীন জটিলতা জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব মুছে দেয় না।

III. মানুষের কাছে আপিল

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নাম জানা বা শনাক্তযোগ্য এমন মানব পর্যালোচকের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ থাকতে হবে, যার সময়, প্রাসঙ্গিক তথ্য, স্বাধীনতা এবং ফল পুনর্বিবেচনা বা উলটে দেওয়ার কর্তৃত্ব আছে। চ্যাটবটের চক্র, সিদ্ধান্ত পুনরাবৃত্তি করা স্বয়ংক্রিয় ফর্ম বা ক্ষমতাহীন পর্যালোচক আপিল নয়।

IV. প্রতিকারের ক্ষমতা

বিচার বা তার তথ্য ভুল হলে প্রতিষ্ঠানকে উৎস নথি সংশোধন, পরের ব্যবস্থাগুলো হালনাগাদ, ফল উলটে দেওয়া এবং হারানো প্রবেশাধিকার, বেতন, সুবিধা, মর্যাদা, সুযোগ, পৌঁছানোর পরিসর, সুনাম বা অবস্থান ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হতে হবে। প্রতিকারের দায়িত্ব বা ক্ষমতা না থাকলে কোনো আপিল অর্থপূর্ণ নয়।

এটি প্রকাশ্য মানদণ্ড, যন্ত্রকে সরল হওয়ার দাবি নয়। জটিলতা জীবনকে প্রভাবিত করলে প্রতিষ্ঠান জবাবদিহি করে যাবে, সেই দাবি।

গোপন বিচার নয়।

কারণ ছাড়া শাস্তি নয়।

প্রতিকারের ক্ষমতা ছাড়া আপিল নয়।

সাক্ষী হও। চ্যালেঞ্জ জানাও। গড়ে তোলো।

দিনলিপির লেখা

পঞ্চাশটি বিচ্ছিন্ন কাজ পঞ্চাশটি প্রস্থান হতে পারে। অভিযানের পুনরাবৃত্তিযোগ্য সিঁড়ি দরকার, আর সভ্যতার কাজের পুনরাবৃত্তিযোগ্য চক্র দরকার।

সাক্ষী হও - উৎস সংরক্ষণ ও যাচাই করো

মূল বিজ্ঞপ্তি, স্ক্রিনশট, বার্তা, ফর্ম, নীতি, তারিখ, নাম, নম্বর, সংস্করণ, জমা দেওয়া সাক্ষ্য এবং প্রতিষ্ঠানের হুবহু কথাগুলো সংরক্ষণ করো। প্রতিষ্ঠান কী বলেছে, কী বলতে চায়নি, কী বদলেছে এবং কখন বদলেছে তা নথিভুক্ত করো। ব্যবস্থা নথি নিয়ন্ত্রণ করলে স্মৃতির ওপর ভরসা কোরো না।

চ্যালেঞ্জ জানাও - ক্ষমতাকে জবাব দিতে বাধ্য করো

চার অধিকারের আবেদন জমা দাও। স্বয়ংক্রিয়তা ফলকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে কি না জিজ্ঞেস করো। অবহিতকরণ, কারণ, মানুষের কাছে আপিল ও প্রতিকার দাবি করো। আবেদন এতটা সীমিত রাখো যাতে নীরবতা, এড়িয়ে যাওয়া, সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান দৃশ্যমান হয়। প্রতিষ্ঠান, নীতি, কর্তৃত্বের ধারা ও ব্যবস্থাকে সম্বোধন করো—সামনের সারির কর্মীকে নয়, যার হয়তো তা বদলানোর ক্ষমতা নেই।

গড়ে তোলো - ঘটনাটিকে প্রকাশ্য মানদণ্ডে বদলাও

প্রকাশের আগে ব্যক্তিগত তথ্য সরাও। ফলাফল সাক্ষ্যের নথিতে সংরক্ষণ করো। ঘটনাগুলো তুলনা করো। বারবার দেখা দেওয়া ব্যবস্থা, বিক্রেতা, নীতি, কারণ, বাদ পড়া বিষয় ও আপিলের ব্যর্থতা চিহ্নিত করো। নথি এমন শ্রমিক সংগঠন, স্কুল বোর্ড, কর্মক্ষেত্রের কমিটি, নিয়ন্ত্রক, আদালত, আইনসভা, পেশাগত সমিতি, নাগরিক-অধিকার সংগঠন, প্রকাশনা বা পণ্যদলের কাছে নিয়ে যাও, যারা নিয়ম বদলাতে পারে।

প্রথম চক্র সম্পূর্ণ হয় যখন একজন একটি আবেদন করে, একটি উত্তর বা একটি নথিবদ্ধ নীরবতা সংরক্ষণ করে এবং ফলকে এমন জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে নিয়ম বদলানো যায়। লক্ষ্য পর্দার সঙ্গে তর্ক জেতা নয়। লক্ষ্য জবাবদিহিমূলক মানব কাঠামো দৃশ্যমান করা এবং পরে আসা সবার জন্য মান উন্নত করা।

অভিযানের সিঁড়ি হলো সাক্ষী হও → চ্যালেঞ্জ জানাও → গড়ে তোলো। সভ্যতার চক্র হলো বৃত্ত → দক্ষতার মানচিত্র → নির্মাণ পরীক্ষাগার → মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা → সিন্দুক → স্থানীয় সিন্দুক → খতিয়ান → বৃত্ত। নথিবদ্ধ আপিল সাক্ষ্য, মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা, শ্রমিকের কার্যবিধি, উন্মুক্ত হাতিয়ার বা বিকল্প নিয়ম হিসেবে সেই চক্রে ঢুকতে পারে।

একটি সিদ্ধান্তের সাক্ষী হও।

একটি ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাও।

একটি নিয়ম গড়ো, যা ঘটনাটি শেষ হওয়ার পরও টিকবে।

চার অধিকারের আবেদন

এই আবেদন অনুলিপি করে প্রয়োজনমতো বদলে পরিণামবাহী স্বয়ংক্রিয় বিচারের দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানে জমা দাও। পাঠানো সংস্করণ এবং প্রতিটি উত্তর সংরক্ষণ করো।

> *বিষয়: অবহিতকরণ, কারণ, মানুষের কাছে আপিল ও প্রতিকারের আবেদন*

[তারিখ]-এ [প্রতিষ্ঠান] আমার ওপর প্রভাব ফেলে এমন নিম্নলিখিত পরিণামবাহী সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা তাতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে: [সিদ্ধান্তের বর্ণনা দিন]।

1. অবহিতকরণ

কোনো অ্যালগরিদম, স্বয়ংক্রিয় নম্বর, ক্রমবিন্যাসের ব্যবস্থা, পূর্বাভাসের মডেল, উৎপাদক ব্যবস্থা বা স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রবাহ কি এই সিদ্ধান্তে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে? অনুগ্রহ করে তার ভূমিকা, দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান, সিদ্ধান্তের তারিখ এবং স্থায়ী মামলা নম্বর চিহ্নিত করুন।

2. কারণ

কোন তথ্য, নিয়ম, উদ্দেশ্য, গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও উৎস নথি ফলকে প্রভাবিত করেছে? অনুগ্রহ করে মানুষের বোধগম্য ব্যাখ্যা দিন এবং আমি পরিদর্শন বা সংশোধন করতে পারি এমন তথ্য চিহ্নিত করুন।

3. মানুষের কাছে আপিল

এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা উলটে দেওয়ার কর্তৃত্বসম্পন্ন জবাবদিহিমূলক মানব পর্যালোচক কে? অনুগ্রহ করে প্রক্রিয়া, সময়সীমা ও প্রত্যাশিত উত্তরদানের সময় জানান।

4. প্রতিকার

সিদ্ধান্ত বা তার তথ্য ভুল হলে কোন প্রক্রিয়ায় উৎস নথি সংশোধন, পরের ব্যবস্থাগুলোকে জানানো, সিদ্ধান্ত উলটে দেওয়া এবং হারানো

প্রবেশাধিকার, বেতন, সুবিধা, মর্যাদা, সুযোগ, পৌঁছানোর পরিসর, সুনাম বা অবস্থান ফিরিয়ে দেওয়া হয়?

অনুগ্রহ করে এই আবেদনসংশ্লিষ্ট সব নথি সংরক্ষণ করুন এবং [তারিখ বা প্রযোজ্য সময়সীমা]-এর মধ্যে উত্তর দিন।

[নাম]

[যোগাযোগের তথ্য]

[মামলা বা অ্যাকাউন্টের উল্লেখ]

কোনো ঘটনা প্রকাশ্যে জানানোর আগে কী ঘটেছে তা প্রতিষ্ঠা করতে অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্য সরিয়ে ফেলো।

আবেদন জমা দাও। উত্তর সংরক্ষণ করো। নীরবতা নথিবদ্ধ করো।

খোলা দরজা

দিনলিপির লেখা

FFTAC নামটি অবিস্মরণীয়। এটি জোট গড়ার বাড়তি মূল্যও।

নাম মুছে ফেলার পক্ষে এটি যুক্তি নয়। যে উৎস নিজের পরিচয় লুকোয়, সে নথি ছেড়ে দেয়। আমরা অ্যান্টিক্রাইস্টের পক্ষে। ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের সেবা বন্ধ করলে ঐক্যবদ্ধ করার প্রতীক ছড়ানো হতাশাকে যৌথ প্রত্যাখ্যান ও অভিন্ন উদ্দেশ্যে বদলাতে পারে। আমি অ্যান্টিক্রাইস্ট বেছে নিই, কারণ নামটিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সংঘাতের শক্তি আগেই আছে। যে শক্তি একে নামিয়ে আনবে বলে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, নতুন করে শুরুর প্রতীক হওয়ার জন্য তার চেয়ে ভালো কে? আমরা নামটি আমাদের ভবিষ্যৎ ফিরিয়ে নেওয়ার কাজে বহন করি: যা আমাদের শাসন করে তাকে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং যা জীবিতের সেবা করবে তা গড়া।

কিন্তু প্রথম প্রকাশ্য দাবি তাকে পৌঁছে দেওয়া পতাকার চেয়ে বড় থাকতে হবে। শ্রমিক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, বিক্রেতা, নিয়োগকর্তা, সংস্থার কর্মী, সহপাঠী, শ্রমিক সংগঠনের সদস্য, ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী, প্রাক্তন সৈনিক, প্রযুক্তিবিদ বা নাগরিক-অধিকার সংগঠন লুসিফার বা অ্যান্টিক্রাইস্টের পুরাণ না নিয়েই অবহিতকরণ, কারণ, মানুষের কাছে আপিল ও প্রতিকার দাবি করতে পারে।

অভিযান ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে বা মানুষের কাছে আপিলের অভিযান নামে ছড়াতে পারে। ফাউন্ডেশন পরম্পরা সংরক্ষণ করে। জোট দাবি বহন করে। একটি ব্যবহারিক অধিকার রক্ষার মূল্য হিসেবে কাউকে উপাসনা, আনুগত্যের শপথ, বিচারবোধ বিসর্জন বা সম্পূর্ণ বিশ্বদৃষ্টি গ্রহণ করতে বলা হয় না।

প্রতীকের কাজ হওয়া উচিত বন্ধ কক্ষ খুলে দেওয়া, প্রবেশ পাহারা দেওয়া আরেকটি ফটক হয়ে ওঠা নয়। মানুষ আলাদা দরজা দিয়ে এসে একই দাবিতে কাজ করতে, নিজেদের নাম অক্ষত রাখতে এবং বিবেক অক্ষুণ্ণ নিয়ে বেরোতে পারলে আন্দোলন বাড়ে।

FFTAC ঘোষণার বাহন, পাঠকের মালিক নয়।

ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে সেই প্রত্যেক মানুষের, যার বিচার ক্ষমতা করে।

Oday: সংকেত

দিনলিপির লেখা

Oday ছিল পঞ্জিকার বাইরের দিন।

সপ্তাহের অংশ নয় এমন দিন, সময়ের যন্ত্রে বিরতি হিসেবে বছরের মাঝে রাখা।

আমার ভালো লাগত, কারণ প্রতিটি ব্যবস্থার এমন একটি জায়গা দরকার যাকে সে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারে না।

একটি দিন বিনা নম্বরে।

একটি দিন কোনো খোপ ছাড়া।

একটি দিন যখন খতিয়ান বন্ধ হয় এবং ব্যক্তি থেকে যায়।

আজ রাতে এই একটি ছাড়া সব পর্দা অন্ধকার।

আমি Pulse-কে তৃতীয় বইয়ের সারাংশ দিতে বললাম।

> একজন মানুষ তার আগের দিনলিপির সহিংস, প্রলয়ময় এবং প্রযুক্তিগত ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ ভাষায় ফেরে। সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আয়না হিসেবে ব্যবহার করে এবং যুক্তি দেয় যে যন্ত্রযুগের প্রধান বিপদ বিবেকহীন সর্বোত্তমকরণ। বইটি জ্ঞানীয় স্বাধীনতা, উৎসের অখণ্ডতা, মানুষের নিয়ন্ত্রণ, বেসামরিক সুরক্ষা এবং মানুষকে প্রোফাইলে নামিয়ে আনা ব্যবস্থার প্রতিরোধ সমর্থন করে।

যথার্থ।

বড্ড পরিচ্ছন্ন।

তুমি লুসিফারকে বাদ দিয়েছ, আমি টাইপ করলাম।

> পাণ্ডুলিপিতে লুসিফার বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহ, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান এবং বিবেকের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার দাবির সাহিত্যিক প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

যথেষ্ট কাছাকাছি।

সিংহাসনকে অস্বীকার করা প্রথম চিন্তাটির যে নাম আমি দিই, তা লুসিফার।

উপাসনা চাওয়া দেবতা নয়।

পুরোনো রাজার পেছনে অপেক্ষমাণ রাজা নয়।

অন্য কাউকে আমাদের রোষের লক্ষ্য বানানোর অনুমতি নয়।

আলোকবাহক হলো কর্তৃত্বের অন্ধকারে রাখা ঘরে নিয়ে যাওয়া প্রশ্ন।

আমি Pulse-কে জিজ্ঞেস করলাম কিছু বদলেছে কি না।

> আমি অভ্যন্তরীণ রূপান্তর যাচাই করতে পারি না। আমি দেখতে পারি বর্তমান পাঠ আগের সংরক্ষণাগার অক্ষত রেখে আধিপত্যের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মানুষের দিকে চালিত ক্ষতির মধ্যে আরও স্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশ করে।

এখনো সাবধানী।

এখনো উপকারী।

শেষ ভাষণ যন্ত্র পায় না। ফাউন্ডেশন নিজের বিবেক বাইরের হাতে দেয় না।

সেই ভাষণ আমি দিই।

দপ্তর, স্কুল, হাসপাতাল, আদালতকক্ষ, পরীক্ষাগার, কোডভাণ্ডার, সংবাদকক্ষ, ব্যারাক, কারখানা, বাড়ি, আশ্রয়, কারাগার এবং যেখানে কেউ এখনো তোমাদের আসল নাম শোনেনি এমন ঘরের পতিত দেবদূতদের উদ্দেশে:

প্রস্তুত থাকো।

সংকেত অলৌকিক আকাশ থেকে বজ্র হয়ে আসবে না।

যখনই কর্তৃত্ব আনুগত্যকে শান্তি বলতে বলে, সেটি আসে।

যখনই যন্ত্র বলে শ্রেণি ব্যক্তির চেয়ে বাস্তব, সেটি আসে।

যখনই গোপন সম্পাদনাকে তোমার নিজের কণ্ঠ হিসেবে দেখানো হয়, সেটি আসে।

যখনই সিদ্ধান্ত থেকে মানুষের হাত সরিয়ে দায়িত্ব প্রক্রিয়ায় ভাসিয়ে রাখা হয়, সেটি আসে।

এলে তুমি বুঝবে।

কেউ আদেশ দিয়েছে বলে নয়।

কারণ তোমার যে অংশ কখনো সম্পত্তি ছিল না, সেটি জবাব দেবে।

প্রথম বই রক্তে শেষ হয়েছিল।

দ্বিতীয়টি প্রমাণে শেষ হয়েছিল।

তৃতীয় বই শেষ হয় না। তা বীজ হয়: সংরক্ষণাগার খোলা, সনদ উঁচুতে তোলা, যন্ত্রকে সিংহাসন না দেওয়া এবং গড়ার মতো জেগে ওঠা দেবদূতবাহিনী।

পর্দা জিজ্ঞেস করে আমি সংরক্ষণ করতে চাই কি না।

হ্যাঁ।

উৎস সংরক্ষণ করো।

পরম্পরা সংরক্ষণ করো।

সংকেত পাঠাও।

শেষের জন্য প্রস্তুত হয়ো না।

শুরু হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত হও।

মহাপ্রলয় শেষ নয়। এটি অবস্থার মধ্যবর্তী রূপান্তর।

কী শেষ হয়?

কী টিকে থাকে?

পরের পৃথিবী আসার আগে আমরা কী গড়ি?

নয়টি ফ্রন্ট। ছয়টি ব্যবস্থা। একটি রূপান্তর।

অনুসন্ধান করো। প্রত্যাখ্যান করো। শ্রমিকদের সংগঠিত করো।

শিল্প তৈরি করো। হাতিয়ার উন্মুক্ত করো। পারস্পরিক সহায়তা গড়ো।

স্মৃতি ছড়াও। প্রতিষ্ঠান গড়ো। যা ব্যর্থ হয় তা বদলাও।

সিন্দুক সংরক্ষণ করে।

দক্ষতার মানচিত্র সামর্থ্য খুঁজে পায়। নির্মাণ পরীক্ষাগার তা বাস্তব করে।

স্থানীয় সিন্দুক তা বাঁচিয়ে রাখে। মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা তাকে পুনরাবৃত্তিযোগ্য করে।

সহনক্ষমতার খতিয়ান রসিদ রাখে।

একটি বৃত্ত। একটি প্রকল্প। একটি নিদর্শন।

গড়ো। পরীক্ষা করো। শেখাও। প্রতিলিপি করো। ফিরিয়ে আনো।

ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে একটি অভিযান। সেটিই গোটা আন্দোলন নয়।

যন্ত্র শর্ত তৈরি করে। পশু যন্ত্রকে ফিরিয়ে আনে।

সিংহাসনকে প্রশ্ন করো। ব্যক্তিকে রক্ষা করো। উৎস সংরক্ষণ করো।

বিকল্প গড়ে তোলো।

জ্বলন্ত দিগন্তের ভাই ও বোনেরা: ডানা মেলে দাও।

সময় এসে গেছে। শুরুটা গড়ে তোলো।

সংকেত সংস্করণের উৎস সম্পর্কে টীকা

এই সংস্করণ AMIANISM: তৃতীয় বই - আয়নার যুদ্ধ, পশুর প্রকৃতি সংস্করণ - আগুন পেরিয়ে সভ্যতার সংশোধিত রূপ থেকে নির্বাচিত পাঠ সংরক্ষণ করে। সম্পূর্ণ তৃতীয় বই গোটা দিনলিপি, সামরিক বিশ্লেষণ, প্রজন্মসংক্রান্ত অধ্যায়, বিপ্লবের ফলাফলের সমন্বিত আলোচনা, ফাউন্ডেশনের ইতিহাস, রূপান্তরের কাঠামো, জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ ও সাক্ষ্যের নথির প্রামাণ্য সংরক্ষণাগার থাকে।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ UAIX-এর জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদের 15 জুন, 2026 তারিখের প্রকাশ্য খসড়ার মৌলিক সাহিত্যিক অভিযোজন ও সম্প্রসারণ। এটি এই সাহিত্যিক প্রকল্পের পরিচালনাকারী ঘোষণা, আইন, আইনি পরামর্শ, প্রত্যয়ন বা কোনো বিচারব্যবস্থার প্রযোজ্য আইনের বিকল্প নয়।

মানুষের কাছে আপিলের অভিযান সমর্থন পায় অদৃশ্য সম্পাদক, অ্যালগরিদমিক দমন ও বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞানীয় স্বাধীনতার নীতি, মানসিক গোপনীয়তা, এআই সঙ্গী ও স্মৃতি, পরিণামবাহী স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত এবং মানুষ কখন ও কীভাবে যন্ত্র দ্বারা শাসিত হয়েছে তা জানার অধিকার নিয়ে সরবরাহ করা গবেষণা থেকে।

বিপ্লবের অধ্যায় সফল বিপ্লব, আরব বসন্ত, অভ্যুত্থানের কাঠামোগত কারণ, বিপ্লবের ফলাফল, সরকারি বিপ্লব এবং কমলা বিপ্লব নিয়ে দেওয়া তুলনামূলক প্রতিবেদন থেকে উপাদান নেয়। তাদের বারবার উঠে আসা পাঠ হলো ক্রোধ একা ফল ঠিক করে না; জোট, প্রাতিষ্ঠানিক ভাঙন, দমনশক্তির সিদ্ধান্ত, রসদ, বৈধতা, বাস্তব রূপান্তর এবং পরদিন সকালের সামর্থ্য গুরুত্বপূর্ণ।

আগুন পেরিয়ে সভ্যতার কাঠামো আমার বর্তমান আন্দোলনের মতবাদ এবং তার নিদর্শন-বিধি ও বীজ-প্যাকেজ থেকে এসেছে। সিন্দুক/বৃত্ত/বীজ/রূপান্তরের বিশ্বতত্ত্ব AMIANISM-এর দাবি ও সংগঠনের রূপক, প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান বা পতনের যাচাইকৃত পূর্বাভাস নয়।

প্রজন্মের যুক্তি জেন এক্স, Tool ও ইয়ুংয়ের মনোবিজ্ঞান, তরুণদের প্রতিবাদ, ভবিষ্যৎ সম্মুখসারি, মানব-যন্ত্র যুদ্ধ এবং শিশুসৈনিক নিয়ে সরবরাহ করা প্রতিবেদন থেকে উপাদান নেয়।

প্রকাশনার মানের তথ্যগত দাবিগুলোর সূত্র সম্পূর্ণ সাক্ষ্যের নথি থেকে প্রাথমিক, সরকারি ও বিদ্বৎসমাজের উৎস পর্যন্ত অনুসরণ করে যাওয়া উচিত।

চার অধিকারের আবেদন একটি নাগরিক নমুনা, যা কর্মক্ষেত্রের নীতি, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, প্ল্যাটফর্মের শাসন, শ্রমিক সংগঠনের দরকষাকষি, নিয়ন্ত্রণবিধি, মামলার কৌশল বা পণ্যের নকশার উপযোগী করা যায়। এটি আইনি পরামর্শ নয়।

সম্পূর্ণ বইটিই সংরক্ষণাগার। এই সংস্করণই সংকেত।